ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

মোহাম্মদ হোসেন, নিহার রঞ্জন রায়

১৫ এপ্রিল ২০১৪

গবেষণার প্রেক্ষাপট

- সমবায় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য স্বেচ্ছায় সংগঠিত কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত যৌথমালিকানাধীন এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান
- বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ৮০ কোটি মানুষ সমবায়ের সদস্য এবং বিশ্বব্যাপী সমবায়ের মাধ্যমে কর্মসংস্থান প্রায় ১০ কোটি মানুষের; জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২০১২ সালকে 'আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ' ঘোষণা
- বাংলাদেশের সংবিধানে সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রে সমবায় মালিকানাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে
- বর্তমানে বাংলাদেশে ২৯ ধরনের মোট নিবন্ধিত সমবায় সমিতির সংখ্যা ১,৮৬,১৯৯টি
    - সদস্য সংখ্যা ৯৩,৪৯,৫৫৭ জন
    - কর্মসংস্থান হয়েছে ৪,৪২,১৯২ জন
    - মূলধন প্রায় ৫,৪৪৫.২৪ কোটি টাকা
    - সম্পদ প্রায় ৬,২৩৭.৬২ কোটি টাকা
- দেশের জিডিপি-তে সমবায় সমিতির অবদান ১.৮৮ শতাংশ

গবেষণার যৌক্তিকতা

- সাম্প্রতিককালে সমবায় সমিতির ভূমিকা বিতর্কিত ও বহুলভাবে আলোচিত
- বিগত কয়েক বছরে বিভিন্ন সমবায় সমিতির বিরুদ্ধে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ
  - ২০১৩ সালের ১০ মার্চ থেকে ২০১৪ সালের ২৫ মার্চ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ২১টি বহুমুখী এবং সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি কর্তৃক আনুমানিক ৯ লক্ষ সদস্য ও গ্রাহকের বিনিয়োগকৃত প্রায় ৯,০৭০ কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে
  - নিয়ন্ত্রক ও তত্ত্বাবধানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যমান বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও সমিতিসমূহের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সমস্যার কারণে দেশের প্রায় ৪৭ শতাংশ সমবায় সমিতি অকার্যকর
- সমবায় খাতের অনিয়ম ও সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিতকরণে গবেষণার স্বল্পতা
- এই প্রেক্ষাপটে টিআইবি সমবায় খাতের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং উত্তরণের উপায় অনুসন্ধানের লক্ষ্যে বর্তমান গবেষণা পরিচালনা করেছে

গবেষণার উদ্দেশ্য

সার্বিক উদ্দেশ্য: সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় সুশাসনগত চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করা এবং এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

- সমবায় সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য প্রযোজ্য আইন ও বিধিসমূহ পর্যালোচনা করা
- সমবায় সমিতিসমূহের ব্যবস্থাপনা এবং তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা মূল্যায়ন করা
- সমবায় সমিতিসমূহের অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতির ক্ষেত্র চিহ্নিত করা

গবেষণার পরিধি

- সমবায় সমিতি বিষয়ক আইন ও বিধিমালা
- সমিতির নিবন্ধন, উপ-আইন অনুমোদন, নিরীক্ষা সম্পাদন, পরিদর্শন, তদন্ত ও পরিচর্যা, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন ও উৎসাহ প্রদান, নির্বাচন, বিরোধ নিষ্পত্তি, অবসায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা
- সমবায় সমিতির সদস্য সংক্রান্ত, কার্যক্রম পরিচালনা, নির্বাচন, লভ্যাংশ বিতরণ, বিরোধ নিষ্পত্তিসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম

গবেষণা পদ্ধতি

- গুণগত তথ্য বিশ্লেষণ করে সম্পাদন
- প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ

ক. প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ

৬টি বিভাগের ৮টি জেলা ও ১১টি উপজেলার ৩৭টি সমবায় সমিতির সদস্য, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিশেষজ্ঞ, গবেষক, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার (১০৭) এবং দলীয় আলোচনা (৮) এবং প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণের (৮) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ

খ. পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ

সমবায় খাত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা, বার্ষিক প্রতিবেদন (পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, সমবায় অধিদপ্তর, বিআরডিবি), সমবায় অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্য, বিষয়-সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, বই, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সমবায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে শেয়ার এবং ফিডব্যাক গ্রহণ

গবেষণার সময়: মে ২০১৩ থেকে এপ্রিল ২০১৪

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় আইনি কাঠামো

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় প্রণীত আইন	সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় প্রণীত বিধি
সমবায় সমিতি আইন ২০০১	সমবায় সমিতি বিধিমালা ২০০৪
সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০০২	
সমবায় সমিতি (সংশোধন) আইন ২০১৩	

২০১৩ সালে সমবায় সমিতি আইন-২০০১ এর গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ছাড়া সমবায় সমিতির ব্যাংকিং কার্যক্রমে বাধা নিষেধ [ধারা ২৩খ (১)]

২. সমবায় সমিতির শাখা খোলায় বাধা নিষেধ [ধারা ২৩ ক (১)]

৩. সমিতির সদস্য ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমানত গ্রহণে বা ঋণ প্রদানে বাধা নিষেধ [ধারা ২৬ (১)

৪. সমিতি কর্তৃক আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠন [ধারা ২৬খ (১)]

সমবায় সমিতি আইনের সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ

আইনি সীমাবদ্ধতা	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
সমিতির প্রাকযোগ্যতা মাঠ পর্যায়ে যাচাইয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা নেই (ধারা ১০)	অযোগ্য সমিতি নিবন্ধন পেয়ে যায়
একটি সমিতির অন্তবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পরবর্তী অন্তবর্তী কমিটির সদস্য হবে না [১৮(৭)]	অন্তবর্তী কমিটির জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি কর্মকর্তা পাওয়া যায় না
আমানত গ্রহণ ও ঋণ প্রদান সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘনে সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে দিক-নির্দেশনা নেই (ধারা ২৬)	আইন লঙ্ঘনকারী সমিতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছে না তদারকি প্রতিষ্ঠান
আমানত সুরক্ষা তহবিল গঠনে সমিতিকে বাধ্য করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা নেই (ধারা ২৬খ)	সমিতির কাছে বিনিয়োগকারীদের ক্ষতিপূরণ আদায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছে না তদারকি প্রতিষ্ঠান
নিবন্ধক বা তার কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া আদালতে সরাসরি মামলা করা যায় না [ধারা ৮৬ (১)]	সমবায় সমিতি থেকে প্রতারক শ্রেণি গ্রাহকদের টাকা আত্মসাৎ করার পরও তাদের বিরুদ্ধে সরাসরি আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না

সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় তদারকি কর্তৃপক্ষের ভূমিকা

ক. সমবায় অধিদপ্তরের প্রধান কার্যাবলী

১. ব্যবস্থাপনা ও তদারকির দায়িত্ব
২. বিচারিক বা আধা-বিচারিক দায়িত্ব
৩. প্রমোশনাল দায়িত্ব
৪. উন্নয়নমূলক দায়িত্ব

খ. বিআরডিবি'র প্রধান কার্যাবলী

১. সমিতি গঠন ও অবকাঠামো সৃষ্টি
২. ঋণ গ্রহণে পরামর্শ প্রদান ও তথ্য সরবরাহ
৩. নিজস্ব পুঁজি গঠনে সহায়তা
৪. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান
৫. প্রশিক্ষণ ও প্রণোদনার ব্যবস্থা করা

নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি

ক. সমবায় সমিতি নিবন্ধন

১. পূর্বতন সমবায় সমিতি আইন (২০০১) অনুযায়ী ৬০ দিনের মধ্যে আবেদনের ফলাফল জানানো না হলে সমিতি সক্রিয়ভাবে নিবন্ধন হয়ে যাওয়ার কারণে অযোগ্য সমিতি নিবন্ধন পেয়েছে

২. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রাক-যোগ্যতা যাচাই না করেই সমিতির নিবন্ধন প্রদান; বিশেষ করে প্রকল্পভিত্তিক সমিতি

৩. রাজনৈতিক চাপ বা প্রভাব

৪. নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের বিনিময়ে নিবন্ধন

৫. সমবায় সমিতি নিবন্ধন পাওয়ার পুরো প্রক্রিয়া সমবায় কর্মকর্তাকে আর্থিক চুক্তিতে প্রদান

৬. কার্যক্রম পরিচালনায় সমিতিকে নির্ধারিত কর্ম-এলাকায় সীমাবদ্ধ রাখার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা

নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

খ. সমবায় সমিতির উপ-আইন সংক্রান্ত

১. উপ-আইনে সমিতির উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট হওয়ায় তদারকির ক্ষেত্রে সমস্যা
২. সমিতির নিবন্ধন প্রদানে অধিদপ্তর কর্তৃক উপ-আইনকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করা
৩. সমিতির উপ-আইন অনুসরণের বিষয়ে অধিদপ্তরের তদারকির অভাব

গ. ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

১. সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনে পছন্দের প্রার্থীর পক্ষে সমবায় কর্মকর্তার প্রভাব বিস্তার

নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

ঘ. সমিতির নিরীক্ষা সম্পাদন সংক্রান্ত

১. নিবন্ধনের পূর্বে সমবায় সমিতির প্রাক-নিরীক্ষা হয় না
২. নিরীক্ষা কর্মকর্তাদের দক্ষতার অভাব
৩. সমবায় কর্মকর্তারা নিরীক্ষা সম্পাদনে পর্যাপ্ত সময় পায় না
৪. নিরীক্ষা কার্যক্রম অপূর্ণাঙ্গ ও অনিয়মিত হওয়ায় সমিতির অনিয়ম ধরা পড়ে না
৫. নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়
৬. নিরীক্ষা প্রতিবেদনে সমিতির লাভ কম দেখানো
৭. নিরীক্ষা আপত্তি সংশোধনের ব্যাপারে সমিতিকে বাধ্য করতে অধিদপ্তরের ব্যর্থতা
৮. নিরীক্ষা সম্পাদনের ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি’র মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

৬. সমবায় সমিতি পরিদর্শন

১. পরিদর্শনে জনবলের স্বল্পতা
২. প্রয়োজনীয় যানবাহন ও যাতায়াত ভাতার অভাব
৩. সমিতি পরিদর্শন না করেই যাতায়াত ভাতা দাবি
৪. অকার্যকর সমবায় সমিতি পরিদর্শন ব্যবস্থা
৫. সমিতি থেকে সমবায় কর্মকর্তাদের বিভিন্ন নিয়ম-বহির্ভূত সুবিধা আদায়
৬. অফিস সহকারী কর্তৃক সমিতি পরিদর্শন
৭. সমিতির অনিয়ম ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারা

নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

চ. বিরোধ নিষ্পত্তি

১. বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সমবায় অধিদপ্তরের সীমিত ক্ষমতা
২. সমিতির বিরোধকে কেন্দ্র করে সমিতি থেকে সুবিধা আদায়
৩. বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক এবং ক্ষমতাশীলদের হস্তক্ষেপ

ছ. অবসায়ন

১. সমিতির কাছে সরকারি ঋণ থাকা এবং বিদ্যমান সম্পদ বিলিবণ্টনের সমস্যা
২. অবসায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা:
   - দীর্ঘদিন অকার্যকর থাকার কারণে সমিতির নথিপত্র খুঁজে পাওয়া যায় না
   - সমিতির সম্পদের দলিলপত্র পাওয়া যায় না
   - দায় ও সম্পদের যথাযথ হিসাব বা রেকর্ড থাকে না
   - পাওনাদার ও দেনাদারদের তালিকা, ঠিকানা এবং প্রমাণ পাওয়া যায় না
   - দীর্ঘদিনের খেলাপী ঋণ অবলোপনের ব্যবস্থা নেই
   - অবসায়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ থাকে না

নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

জ. উন্নয়ন, অনুদান ও প্রশিক্ষণ

১. উন্নয়ন, অনুদান, উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত সেবা পর্যাপ্ত নয়
২. সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণে ব্যর্থতা
৩. সমবায়-বহির্ভূত বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ
৪. ঋণ মওকুফ বিষয়ক বিভিন্ন সময় সরকারের সিদ্ধান্তের পরিবর্তন
৫. তথ্য সংরক্ষণের অভাব এবং প্রচারণার সীমাবদ্ধতা
৬. অকার্যকর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠানের সীমাবদ্ধতা, অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

ঝ. সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও বদলি

- সমবায় অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগ, বদলির, পদোন্নতি, পদায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ
- কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে পছন্দের এলাকায় বদলির সুযোগ ; রাজনৈতিক তদবির
- যেসব জায়গায় নিয়মবহির্ভূত অর্থ উপার্জনের সুযোগ বেশি সেখানে পদায়ন ধরে রাখতেও মাসে মাসে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের টাকা দিতে হয়

ঞ. সমবায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি বিষয়ে তদন্ত ও বিচার

- সমবায় কর্মকর্তার অনিয়ম বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনো সমবায়ী বা ঐ কর্মকর্তার সহকর্মীরা অভিযোগ করে না
- অভিযোগ দায়ের করার পরও কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দৃশ্যত কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয় না
- কিছু ক্ষেত্রে কোনো কর্মকর্তার অনিয়মের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চাইলে ঊর্ধ্বতন বা রাজনৈতিক চাপের কারণে শাস্তি নিশ্চিত করা যায় না

সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা

১. সঠিক বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সদস্যদের দক্ষতার অভাব
২. সমবায় সমিতি ব্যবস্থাপনায় দক্ষ নেতৃত্বের অভাব
৩. সমিতির আর্থিক সক্ষমতার অভাব
৪. সরকারি সম্পদ দখল/আত্মসাৎ করার জন্য রাজনৈতিক নির্দেশ/সম্পৃক্ততা
৫. সমিতির সদস্যদের মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ
৬. সমিতির ব্যাপারে সদস্যদের আগ্রহ ও সচেতনতার অভাব

সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি

১. সাধারণ সদস্য/ গ্রাহকদের সাথে প্রতারণা
২. উচ্চহারে সুদ আদায় ও লাভ প্রদানের প্রলোভন
৩. সমিতির লভ্যাংশ বিতরণে অনিয়ম
৪. সমিতির সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার
৫. সমিতির কয়েকজন সদস্য কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার
৬. সাধারণ সদস্যদের কাছে সমিতি বিষয়ক তথ্য গোপন করা
৭. সমিতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সাধারণ সদস্যদের অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ
৮. ‘পকেট সমিতি’ ও নামমাত্র সদস্যপদ

সমবায় সমিতির অভ্যন্তরীণ অনিয়ম ও দুর্নীতি (চলমান)

৯. সমিতির দ্বৈত হিসাব সংরক্ষণ

১০. আয়কর ফাঁকি এবং কালো টাকা বিনিয়োগের মাধ্যম

১১. বার্ষিক সাধারণ সভা আয়োজন সংক্রান্ত অনিয়ম

১২. ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচনকেন্দ্রিক অনিয়ম

১৩. নিরীক্ষা সম্পাদন কার্যক্রমকে গুরুত্ব না দেওয়া

১৪. সমিতি পরিচালনায় উপ-আইন অনুসরণ না করা

১৫. দুর্নীতি বিষয়ক তদন্তে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার

১৬. সমবায় আইনের দুর্বলতার সুযোগে অযোগ্য সমিতি নিবন্ধন পাওয়া এবং উচ্চ সুদের হার নির্ধারণ করা

নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন

প্রাথমিক সমিতির নিবন্ধনের জন্য প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

এলাকা	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক সমিতি	৮,০০০ - ১০,০০০ টাকা
বিভাগীয় পর্যায়ের প্রাথমিক সমিতি (ঢাকা বিভাগ ব্যতীত)	৪০,০০০ - ৫০,০০০ টাকা
ঢাকা মেট্রোপলিটনে একটি থানা নিয়ে কাজ করার জন্য	৩৫,০০০ - ৪০,০০০ টাকা
ঢাকা মেট্রোপলিটন নিয়ে কাজ করার জন্য	৫০,০০০ - ৬০,০০০ টাকা
সমগ্র ঢাকা জেলা নিয়ে কাজ করার জন্য	৭০,০০০ - ৮০,০০০ টাকা

নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

এলাকা	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ
উপজেলা পর্যায়ের প্রাথমিক সমবায় সমিতি	১,০০০ - ২,০০০ টাকা
বিভাগীয় শহরের প্রাথমিক সমবায় সমিতি	১৫,০০০ - ২০,০০০ টাকা
ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার প্রাথমিক সমবায় সমিতি	২৫,০০০ - ৩০,০০০ টাকা

নিয়ম-বহির্ভূত আর্থিক লেনদেন (চলমান)

সমিতি পরিদর্শনের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

এলাকা	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
জেলা পর্যায়ের প্রাথমিক সমবায় সমিতি	৫০০ - ১,০০০
ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার প্রাথমিক সমবায় সমিতি	২,০০০ - ৩,০০০

সমবায় কর্মকর্তা বদলির ক্ষেত্রে প্রদত্ত নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ

এলাকা	নিয়ম-বহির্ভূত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
পছন্দের উপজেলায় বদলি হতে	৪০,০০০ - ৫০,০০০
ঢাকা মেট্রোপলিটন থানা পর্যায়ে বদলি হতে	৪,০০,০০০ - ৫,০০,০০০

সকল সমবায় সমিতি কিংবা সমবায় অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণ, ফলাফল ও প্রভাব বিশ্লেষণ

কারণ

নীতিনির্ধারণী

- যুগোপযোগী কর্মকৌশল নির্ধারণ না করা
- ঋণ মওকুফ বিষয়ক সরকারের বিতর্কিত সিদ্ধান্ত
- আইনি সীমাবদ্ধতা
- বিআরডিবি'র পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকা

নিয়ন্ত্রক/তদারকি প্রতিষ্ঠান

- সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র সমন্বয়ের অভাব
- কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অভাব
- সমিতি তদারকির দক্ষতার অভাব
- প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস-এর অভাব
- গবেষণা ও প্রচারণার অভাব
- জনবলের সুষম বণ্টন না থাকা

সমবায় সমিতি

- সদস্যদের স্বার্থকেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব
- সরকারি সুযোগ সুবিধার পাওয়ার মাধ্যমে দ্রুত লাভবান হওয়ার প্রত্যাশা
- সদস্যদের নিষ্ক্রিয়তা ও সমবায়ী মানসিকতার অভাব
- সমিতির ব্যবস্থাপনায় দক্ষতার অভাব
- তথ্য উন্মুক্ত না করা

ফলাফল

- যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতা
- সমবায় কর্মকর্তাদের নিয়ম-বিহর্ভূত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া
- অকার্যকর সমিতির অবসায়ন দিতে না পারা
- সমিতি নিবন্ধন, নিরীক্ষা, পরিদর্শনসহ সার্বিক তদারকির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির বিস্তার
- সমবায়ের তদারকি সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড সুসম্পন না হওয়া
- সমিতির নিয়মিত কার্যক্রম যথাযথভাবে না হওয়া
- সদস্যরা প্রতারণার শিকার
- সমিতির আর্থিক সক্ষমতার অভাব
- ঋণ অনাদায়ী থাকা

প্রভাব

- সমিতি অকার্যকর হয়ে পড়ে
- সমিতির সদস্যদের আর্থিক ক্ষতির ফলে সামাজিক/পারিবারিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব
- সমবায়ের প্রতি অনাগ্রহ ও অনাস্থা

সমবায় খাতে সাম্প্রতিক সময়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ

বিষয়	অবস্থা/প্রয়োগ
• সমবায় সমিতি আইন সংশোধন	সম্পন্ন
• প্রতি মাসে সমিতি পরিদর্শন বাধ্যতামূলক করা	অপর্যাপ্ত
• সমবায়ীদের প্রশিক্ষণ ভাতা বৃদ্ধি	সম্পন্ন
• সমিতি নিবন্ধনে মাঠ পর্যায়ে যাচাই	অপর্যাপ্ত
• দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ	অপর্যাপ্ত
• বহুমুখী সমিতি নিবন্ধন প্রদানে কঠোরতা	অপর্যাপ্ত
• দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত একটি সমিতির ক্ষতিগ্রস্তদের স্বার্থ রক্ষায় এডহক কমিটি গঠন	অপর্যাপ্ত
• উপ-আইনের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টকরণ বাধ্যবাধকতা	প্রক্রিয়াধীন
• ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সমবায় সমিতি বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন	সম্পন্ন
• নিরীক্ষার জন্য নতুন ম্যানুয়াল প্রণয়ন	সম্পন্ন
• নিরীক্ষা সম্পাদনে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয়ের উদ্যোগ	প্রক্রিয়াধীন

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা সংক্রান্ত

১. ‘সমবায় নীতিমালা’ হালনাগাদ করে যুগোপযোগী ‘সমবায় নীতিমালা’ প্রণয়ন করতে হবে

২. সর্বশেষ সংশোধিত ‘সমবায় সমিতি আইন-২০১৩’ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমবায় সমিতি বিধিমালা হালনাগাদ করতে হবে যেখানে সমিতির আমানত সংগ্রহ ও ঋণ বিতরণকেন্দ্রিক অনিয়ম-দুর্নীতি মোকাবেলায় সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকবে

৩. সদস্যদের স্বার্থ সুরক্ষায় সমবায় আইন, উপ-আইন ও বিধি অনুযায়ী কার্যক্রম নিশ্চিত করা সাপেক্ষে সমবায় সমিতিসমূহকে পাঁচ বছর অন্তর অন্তর পুন:নিবন্ধনের ধারা আইনে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে

নীতিনির্ধারণী সংক্রান্ত

৪. রাষ্ট্রীয় বাজেটে সমবায় খাতের জন্য বাস্তব চাহিদা অনুযায়ী অর্থের সংস্থান রাখতে হবে এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকগুলোকে পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে সচল করতে হবে

৫. অন্যান্য খাতের সাথে সমন্বয় রেখে মাঠ পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের পদমর্যাদায় সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে হবে

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত

৬. সমিতিগুলোর জন্য সুনির্দিষ্ট নিদের্শকের উপর ভিত্তি করে কার্যকরতার মূল্যায়ন সাপেক্ষে ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনার ব্যবস্থা করতে হবে

৭. সমবায় অধিদপ্তরের অধীনে পূর্ণাঙ্গ নিরীক্ষা বিভাগ গঠন করতে হবে যার বিস্তৃতি হবে উপজেলা পর্যন্ত এবং এই বিভাগের মাধ্যমে সমবায় কর্মকর্তা ও সমবায় সমিতির সদস্যদের নিরীক্ষা বিষয়ে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে

৮. সমিতির কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সমবায় কর্মকর্তাদের জন্য পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি অফিসের দৈনন্দিন কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে

৯. সমবায় সমিতির নিবন্ধন অনলাইন ভিত্তিক করাসহ সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কার্যক্রম অনতিবিলম্বে ডিজিটালাইজড করতে হবে

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

সমবায় সমিতি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত (চলমান)

১০. সমবায় অধিদপ্তরে একটি 'এথিক্স কমিটি' গঠন করতে হবে যার দায়িত্ব হবে সমবায় খাতের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা এবং অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই কমিটি -

- সমবায় অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীর জন্য নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করবে;
- সমবায় খাতের সুশাসনের জন্য গণমাধ্যমসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের কাছ থেকে স্বপ্রণোদিত হয়ে সমবায় খাতের অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহপূর্বক সমস্যা সমাধানকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে

সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র সমন্বয়

১১. পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের উদ্যোগে সমবায় সমিতিসমূহের নিবন্ধন, প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন, নিরীক্ষা, পরিবীক্ষণ, অবসায়ন ইত্যাদি কাজকে সহজতর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর ও বিআরডিবি'র মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একক দর্শন ও দিক-নির্দেশনা নির্ধারণ করতে হবে

উল্লেখযোগ্য সুপারিশ

অনিয়ম ও দুর্নীতিরবিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ:

১২. সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত সমবায়ী ও সমবায় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি যেসব সমিতি ইতোমধ্যে সদস্য/ গ্রাহকদের বিনিয়োগকৃত অর্থ আত্মসাৎ করেছে তাদের বিরুদ্ধে জরুরি ভিত্তিতে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে

ধন্যবাদ

সমবায় সমিতির প্রতারণা: কেইস - ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি

- ২০০৫ সালে ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি নামে নিবন্ধন গ্রহণ
- ২০১২ সালের জুন পর্যন্ত সাড়ে আট লাখেরও বেশি বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে ২ হাজার ৫৮ কোটি টাকা সংগ্রহ

ডিএমসিএসএল এর অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগসমূহ

- অধিক মুনাফার লোভ দেখিয়ে আমানত গ্রহণ, অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ, নতুন প্রতিষ্ঠান খোলা, বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে ৪৬% পর্যন্ত লাভ দেওয়ার প্রলোভন
- ১ হাজার ১১৪ কোটি টাকা ডেসটিনি ২০০০ লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে সরানো
- ট্রি প্ল্যানটেশনের প্রকল্পের ৪৯% শেয়ার সমিতির নামে স্থানান্তর
- সদস্য সংগ্রহের জন্য পরিবেশকদের কমিশন বাবদ ৭৪০ কোটি টাকা খরচ
- ৮ লাখ গ্রাহকের মধ্যে ৩০ শতাংশ ভুয়া গ্রাহক
- বিভিন্ন প্যাকেজের আওতায় অর্থ সংগ্রহ করে অন্য প্রকল্পে বিনিয়োগ
- সমিতির সদস্যদের বাইরে ২৭০.৫২ কোটি টাকা অনুমোদনহীনভাবে ঋণ দান
- অনুমোদন ছাড়াই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২৫১ কোটি ১৯ লাখ টাকা বিনিয়োগ
- অনুমোদনহীনভাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে ১২০.৬৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ

সমিতির সদস্যদের মধ্যে স্বার্থ-সংক্রান্ত বিরোধ

১. সম্পদ ব্যবস্থাপনা,
২. সম্পদ/সম্পত্তি ইজারা প্রদান বা দখল প্রদান,
৩. বিচার-সালিশ কার্যক্রম পরিচালনা,
৪. সমিতির মামলা পরিচালনা,
৫. নির্বাচনে প্রার্থিতা নির্ধারণ
৬. কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ,
৭. লভ্যাংশ বিতরণ,
৮. ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা,

সমিতির সম্পদ ও মূলধন ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার

১. সমিতির সম্পদ ব্যবস্থাপনা বা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার চেষ্টা,
২. সমিতির লাভজনক পদ দখল করে রাখা,
৩. সমিতির সম্পদ ইজারা প্রদান বা ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে অনিয়ম করা,
৪. পছন্দের ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ বাজার দরের চেয়ে কম দরে ইজারা প্রদান করা,
৫. প্রাপ্ত লভ্যাংশ সঠিক পরিমাণে ও সঠিক সময়ে বিতরণ না করে ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করা,
৬. সমিতির সম্পদ গুটিকয়েক সদস্যের লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করা, ইত্যাদি।

সমিতির সুদ আদায় ও লাভ প্রদানের হার

- গ্রাহকের কাছে বিতরণকৃত ঋণের উপর মাসে ৩০%-৪৫% সুদ আদায়*
- সমিতিতে বিনিয়োগকৃত টাকার উপর মাসে ১৮%-৩০% সুদ প্রদান
- আমানতকারীদের শেয়ারের বিপরীতে ৫০ থেকে ১০০ গুণ পর্যন্ত ঋণ প্রদান

*সকল সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়